ডাকসু নির্বাচন ডিসেম্বরে!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাকসু নির্বাচনের আগাম ঘোষণার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ নিয়ে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়েছে। গত ৬ মে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ বলেন, 'আগামী ডিসেম্বর মাসের আগেই ডাকসুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শিগগিরই সব ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে'। এই ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী মাসে সব ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নিয়ে বৈঠক করবে বলে আভাস পাওয়া গেছে।

এ ক্ষেত্রে ছাত্রদল, ছাত্রলীগসহ বাম ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মাঝে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। ডাকসু নির্বাচন সম্পর্কিত উপাচার্যের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে এবং দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাম্পাসে মিছিল-মিটিংও করেছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-ছাত্র সংগঠনগুলোকে এক টেবিলে এনে আলোচনা করে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন-তারিখ ধার্য করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে।

ডাকসুকে বাংলাদেশের 'মিনি পার্লামেন্ট' হিসেবে আখ্যায়িত করে ছাত্রদল সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ডাকসু কার্যকর করতে আমরা সকল রাজনৈতিক দলকে ওপেন ডায়লগের (উন্মুক্ত আলোচনা) আমন্ত্রণ জানিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দিয়েছি। ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছি। মূলত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যই ডাকসু অচল করে রেখেছে।' সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ডাকসু ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপূর্ণাঙ্গ। আমরা সন্ত্রাস, দখলদারিত্বমুক্ত করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করে নিয়মিত ডাকসু নির্বাচনসহ সকল প্রকার গণতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালু রাখার পক্ষপাতি।'

ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা এখন হল ছাড়া। স্থগিত ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি। এ অবস্থায় ছাত্রলীগ ডাকসু নির্বাচন উদ্যোগ কিভাবে নেবে তার ওপর নির্বাচন নির্ভর করছে।

তবে ছাত্রলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি রফিকুল ইসলাম কোতয়াল ২০০০কে বলেন, ছাত্রলীগ সকল ছাত্র সংসদের নির্বাচনে পক্ষে। তবে ডাকসু নির্বাচন করতে হলে সকল ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে সম্বনিত কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ সাপ্তাহিক ২০০০ বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর সঙ্গে ডাকসুর অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমরা চাই ডাকসু নির্বাচন হোক। ক্যাটাগরিক্যালি (সুনিশ্চিতভাবে) আমরা আশা প্রকাশ করছি। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ট্রান্সপারেন্সিরও (স্বচ্ছতা) কোনো ঘাটতি নেই। আমাদের মধ্যে ১০০% সুস্পষ্টতা আছে। এ ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত সিনসিয়ার। সরকারের পক্ষ থেকেও কোনো ধরনের ইন্টাফিঅ্যারেন্স (অন্যায় হস্তক্ষেপ) নেই। অচিরেই ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

উল্লেখ্য, সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯০ সালের ৬ জুন। এ সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল মনোনীত আমান-খোকন (আমান উল্লাহ আমান ও খায়রুল কবীর খোকন) প্যানেল বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৯১ ও ১৯৯৪ সালে দু'দুবার ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হলেও ছাত্র সংগঠনগুলোর বিরাজমান চরম বিরোধের কারণে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এর পর ১৯৯৫ সালে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়।

১৯২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ' (সংক্ষেপে 'ডুসু') কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র সংস্কার করে এবং এর নতুন নাম দেয় 'ঢাকা বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (সংক্ষেপে 'ডাকসু')।

গাজীউর রহমান সেলিম

ফলোআপ

মরণ নেশা ইয়াবা সাতজন গ্রেপ্তার

নিষিদ্ধ মাদক মেথামফিটামিন ট্যাবলেট মরণ নেশা ইয়াবার দু'টি চালান সম্প্রতি আটক করেছে র‍্যাব-১। গ্রেপ্তার হয়েছে ৭ ইয়াবা মাদক ব্যবসায়ী। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। র‍্যাবের অভিযানের পর প্রতিটি ইয়াবা ট্যাবলেট চোরাই বাজারে ২৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৫০০ টাকা পর্যন্ত দরে বিক্রি হচ্ছে। গত ২৬ এপ্রিল রাত সোয়া ১২টায় র‍্যাবের একটি দল গুলশান-২-এর ৩৫ নম্বর রোডে একটি ফুলের দোকানে অভিযান চালায়। সেখান থেকে ২৬টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ সোমনাথ সাহা ওরফে বাপ্পী এবং কুতুব আহমেদকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী সূত্রাপুর থানার ঠাঁটারি বাজারে হোটেল আল-হাসানের ৪১০ নম্বর কক্ষ থেকে ২০টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আরো দুজনকে আটক করা হয়। এরা হচ্ছে কক্সবাজারের টেকনাফ থানার বাসিন্দা সেলিম হোসেন এবং চট্টগ্রাম রাউজানের হাজি ফোরকান আহমেদ। এরা দু'জন মিয়ানমার থেকে টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে চোরাই পথে আসা ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে এসেছিল। উল্লেখ্য, এর আগে গত ২০০২ সালের ২১ অক্টোবর ৪০৪টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ সোমনাথ সাহা ওরফে বাপ্পী এবং তার তিন সহযোগী মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের হাতে খিলগাঁয়ে ধরা পড়েছিল। গত ১২ মে রাতে র‍্যাবের একই টিমের হাতে ২০০টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তিনজন ধরা পড়েছে। এরা হচ্ছে নিকুঞ্জ এলাকার মোঃ রিফাত হোসেন, ডেমরার আবদুল হাই ওরফে ছাগইল্যাদাড়ি হাবিব ওরফে ছাগলা হাবিব এবং হবিগঞ্জের মনিরুল ইসলাম নোমান ওরফে কাইল্যা নোমান। প্রসঙ্গত, সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৯ এপ্রিল ২০০৫, ৭ বর্ষ ৪৯ সংখ্যায় 'ফেনসিডিলের হিটলার ড্রাগস ইয়াবা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বাংলাদেশে ইয়াবার ভয়াবহ বিস্তারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

ইমরোজ বিন মশিউর